

ইসলাম জিজ্ঞাসা ও জবাব

আল মুনায্জিদ

মহাপরিচালক: শাইখ মুহাম্মদ সালেহ

50651 - যবে নারী কাযা রযোযা পালন করার আগহে গর্ভবতী হয়ে গেছেন বধায় রযোযা রাখতে পারছে না

প্রশ্ন

হায়যেরে কারণে আমার স্ত্রীর ওপর গত রমযানরে কিছু রযোযার কাযা পালন করা বাকী আছে। সে এ রযোযাগুলোর কাযা পালন করার পূর্বে আগামী রমযান আসার আগহে গর্ভবতী হয়ে গেছে। তার চকিৎসক মহলি ডাক্তার তাকে জানয়িছে যে, গর্ভকালীন সময়ে সে কিছুতহে রযোযা রাখতে পারবে না এবং দুধপান করানো কালীন সময়ওে রযোযা না রাখতে পারার সম্ভাবনা রয়েছে— শারীরকিভাবে সে দুর্বল হওয়ার কারণে এবং গর্ভস্থ ভরণে ওপর আশংকা থাকার কারণে। তাই সে এ দনিগুলোর রযোযা রাখতে পারবে না। এ দনিগুলোর রযোযার জন্য তার কি করণীয়? এবং সে যদি আগামী রমযানরে রযোযাগুলো পরবর্তী রমযান আসার আগে না রাখতে পারে সেক্ষেত্রেও তার করণীয় কি?

প্রিয় উত্তর

আলহামদু ললিলাহ।

যে ব্যক্তি শরয়িত স্বীকৃত কোন ওজররে কারণে রমযানরে রযোযা ভেগেছে আল্লাহ তাকে পরবর্তী রমযান আসার আগ পর্যন্ত রমযানরে রযোযা কাযা পালন করার সুযোগ দয়িছে। তবে, বলিম্ব করার এ সুযোগ পয়ে কটে যনে কাযা পালনকে মূলতব করার প্রতি প্ররোচতি না হয়। কনেনা হতে পারে এমন কোন প্রয়োজন বা এমন কোন পরবর্তন ঘটবে যার ফলে তার পক্ষে কাযা পালন করা কঠনি হয়ে যাবে কিংবা সে পালন করতে পারবে না। বশিষেতঃ নারীদরে ক্ষেত্রে গর্ভধারণ, হায়যেগ্রস্ত হওয়া ও নফিসগ্রস্ত হওয়ার বধিয় রয়েছে।

যদি কটে কোন ওজর ছাড়া কাযা পালনে বলিম্ব করতে করতে সময় সংকীর্ণ হয়ে যায় এবং এক পরযায় শাবান মাস শেষে হয়ে যায়, কন্তু সে কাযা রযোযা পালন করতে না করে: তাহলে সে গুনাহগার হবে। আর যদি তার কোন ওজর থাকে তাহলে তার গুনাহ হবে না। উভয় অবস্থাতহে দ্বিতীয় রমযানরে পরে কাযা পালন করা তার ওপর আবশ্যক হবে। কোন কোন আলমে কাযা পালন করার সাথে প্রতদিনরে বদলে একজন করে মসিকীন খাওয়ানো ওয়াজবি বলছে। যদি তার সাধ্যে থাকে এবং সে তা করে তাহলে সেটাই হচ্ছে অধিক নিরাপদ। নচে শুধু কাযা রযোযা পালন করলেই চলবে।

আরও জানতে দেখুন: 26865 নং ও 21710 নং প্রশ্নোত্তর।

ইসলাম জিজ্ঞাসা ও জবাব

আল মুনায্জিদ

মহাপরিচালক: শাইখ মুহাম্মদ সালেহ

শাইখ মুহাম্মদ সালেহে আল-উছাইমীন (রহঃ) কে জিজ্ঞাসে করা হয়েছিলি:

যে ব্যক্তি কাযা রোযা পালনে এত বলিম্ব করছে যে, পরবর্তী রমযান চলে এসেছে তার হুকুম কী?

জবাবে তিনি বলেন: আলমেদরে প্রসিদ্ধ মতানুযায়ী এক রমযানের কাযা রোযা পালনে পরবর্তী রমযান পর্যন্ত বলিম্ব করা জায়যে নয়। কনেনা আয়শো (রাঃ) বলছেন: “আমার ওপর রমযানের কাযা রোযা থাকত যগুলো আমি শাবান মাসে ছাড়া পালন করতে পারতাম না।” এটি প্রমাণ করে যে, দ্বিতীয় রমযানের পরে পালন করার কোন ছাড় নেই। যদি কোন ওজর ছাড়া এমনটি করে তাহলে সে গুনাহগার হবে এবং তার উপর ওয়াজবি হল দ্বিতীয় রমযানের পর অবলিম্ব কাযা রোযা পালন করা। তার ওপর মসিকীন খাওয়ানো কী আবশ্যিক হবে; নাকি হবে না— এ ব্যাপারে আলমেগণ মতভেদে করছেন। সঠিক কথা হল: তার ওপর মসিকীন খাওয়ানো আবশ্যিক হবে না। কনেনা আল্লাহ তাআলা বলেন: “আর তোমাদের মধ্যে যে ব্যক্তি অসুস্থ থাকবে অথবা সফরে থাকবে সে অন্য দিনগুলোতে এ সংখ্যা পূরণ করবে।” [সূরা বাকারা, ২:১৮৫]

আল্লাহ তাআলা এখানে কাযা পালন ছাড়া অন্য কিছু ওয়াজবি করেনি। [মাজমুউ ফাতাওয়াস শাইখ বনি উছাইমীন (১৯/প্রশ্ন-৩৫৭)]

শাইখকে আরও জিজ্ঞাসা করা হয় যে,

এক নারী গত বছর রমযান মাসে কিছু রোযা ভেঙেছে। অতঃপর শাবান মাসের শেষে রোযাগুলোর কাযা পালন শুরু করেছে। এরমধ্যে তার হয়যে শুরু হয়ে গেছে এবং এ বছরের রমযান মাসও শুরু হয়ে গেছে। অথচ তার একটি রোযা কাযা পালন হয়ে গেছে। এক্ষেত্রে তার উপর কী কর্তব্য?

জবাবে তিনি বলেন: সে নারী এ বছরের রমযানের আগে যে রোযাটির কাযা পালন করতে পারেনি তার ওপর সে রোযাটির কাযা পালন করা ওয়াজবি। এ বছরের রমযান মাস শেষে হলে গত বছরের যে রোযা তার ছুটে গেছে সেটোর কাযা পালন করবে। [মাজমুউ ফাতাওয়াস শাইখ বনি উছাইমীন (১৯/প্রশ্ন-৩৫৮)]

শাইখকে আরও জিজ্ঞাসে করা হয় যে,

এক নারী নফাসের কারণে রমযানের রোযা ভেঙেছে এবং দুধ পান করানোর কারণে কাযাও পালন করতে পারেনি। এরমধ্যে দ্বিতীয় রমযান শুরু হয়ে গেছে। এমতাবস্থায় তার উপর কী ওয়াজবি?

জবাবে তিনি বলেন: এ নারীর ওপর ওয়াজবি হল যে দিনগুলোতে সে রোযা ভেঙেছে সেগুলোর বদলে রোযা রাখা। এমনকি

ইসলাম জিজ্ঞাসা ও জবাব

আল মুনায্জিদ

মহাপরিচালক:শাইখ মুহাম্মদ সালেহ

সটো যদি দ্বিতীয় রমযানরে পরে হয় তবুও। কেননা সবে বিশিষে ওজররে কারণে প্রথম রমযান ও দ্বিতীয় রমযানরে মাঝে কাযা পালন করতে পারনে। কিন্তু যদি শীতকালে কাযা পালন করা তার জন্য কষ্টকর না হয়, সটো একদনি বাদ দিয়ে একদনি হলও— তাহলে সটোই তার উপর অনবির্য। এমনকি সবে যদি দুধ পান করায় তবুও। তার উচতি রমযানরে যবে রযোগুলো ছুটে গছে দ্বিতীয় রমযান আসার আগহে সগেলোর কাযা পালন করা। যদি সবে না পারে তাহলে দ্বিতীয় রমযান পর্যন্ত বলিম্ব করলেও কোন অসুবিধা নহে। [মাজমুউ ফাতাওয়াস শাইখ বনি উছাইমীন (১৯/প্রশ্ন-৩৬০)]

সারকথা হল: এ দনিগুলোর রযো কাযা পালন করা আপনার স্ত্রীর দায়িত্বে থাকা ঋণ। যখনই তার সক্ষমতা হবে তখনই সগেলোর কাযা পালন করা অনবির্য।

আল্লাহই সর্বজ্ঞ।